দীপ জ্বেলে যাই

বাদল
পিকচার্সের
নিবেদন

দীপ জ্বেলে যাই
বাদল পিকচার্সের নিবেদন

বাদল পিকচার্সের নিবেদন

দীপ জ্বেলে যাই

প্রযোজনা : **রাখাল চন্দ্র সাহা**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অসিত কুমার সেন**

কাহিনী ও সংলাপ : **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

গীত রচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

শিল্প উপদেষ্টা : প্রীতিময় সেন (এঃ)

শিল্প নির্দেশক : বিজয় বসু

সম্পাদনা : তরুণ দত্ত

আলোক সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী

রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী

পটশিল্পী : বলরাম চট্টোঃ ও নবকুমার কয়াল

স্থির চিত্র : ক্যাপ্‌স্

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত

চিত্র গ্রহণ : জ্যোতি লাহা

সঙ্গীত গ্রহণ : মিনু কাতরাক্ (বম্বে)

শব্দ গ্রহণ : বাণী দত্ত

শব্দ-পুর্ণযোজন : মৃণাল গুহ

ব্যবস্থাপক : দেবেন বসু

সাজসজ্জা : বৈজুরাম শর্মা

পরিচয় পত্র লিখন : দিগেন ষ্টুডিও

প্রচার : ধীরেন মল্লিক

নেপথ্য-কণ্ঠ সঙ্গীতে : লতা মুঙ্গেশকার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে।

সহকারী

পরিচালনা : সুখময় সেন, অমিত সরকার, পার্থপ্রতিম চৌধুরী। চিত্র গ্রহণ : কেষ্ট মণ্ডল। শব্দ গ্রহণ : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা : প্রশান্ত দে। রূপসজ্জা : নৃপেন চট্টোপাধ্যায়। আলোক সম্পাত : সুধীর সরকার, অভিমন্যু, সুদর্শন, অবনী, দুঃখী, মারু, উদয়। ব্যুমম্যান : পাঁচু মণ্ডল। ব্যবস্থাপনা : যোগেশ, রাম, গণেশ। শিল্প নির্দেশ : সতীশ মুখোপাধ্যায়।

রূপায়ণে

সুচিত্রা সেন

বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ চৌধুরী, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, নমিতা সিংহ, কাজরী গুহ, অপর্ণা দেবী, অনুরাধা গুহ, অজিত কুমার চ্যাটার্জী, পরিতোষ, বিভাস, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অরূপ, দেবেন, দেবকুমার, তীনু, ধ্রুব, অনিরুদ্ধ, খোকন, প্রদীপ, সুধীর, রবীন, কৃষ্ণা, শীলা, গৌরী, কবিতা, চিত্রা, রমা, মীরা, গীতা, অশোকা প্রভৃতি।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় এর তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : **জি, আর, পিকচার্স**, কলিকাতা

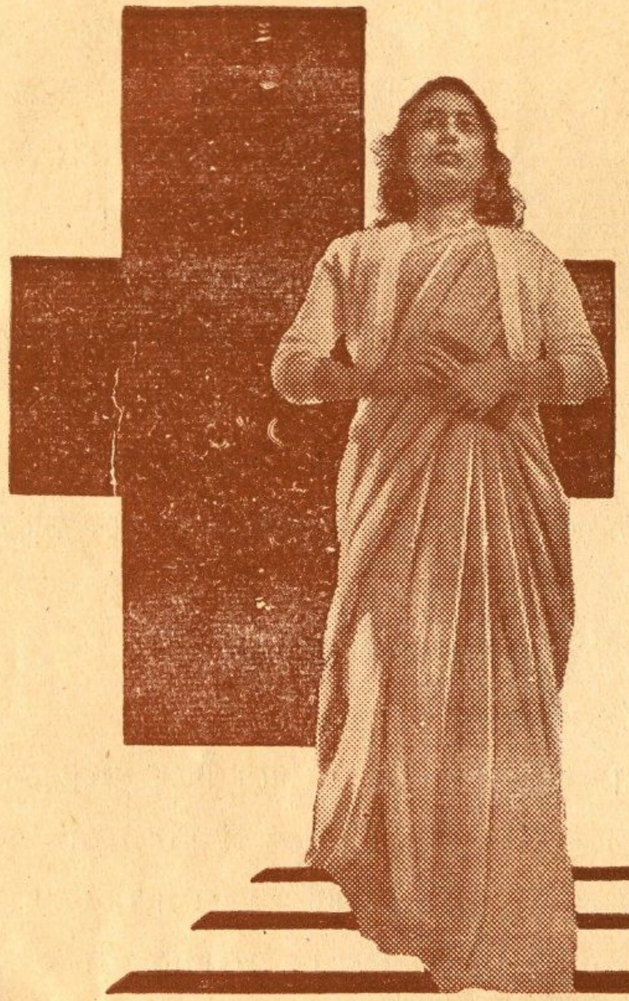

দীপ জ্বেলে যাই

(গল্পাংশ)

ভালবাসার ধর্ম বিচিত্র। কখন কেমন ভাবে আসে কেউ বুঝতে পারে না। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে মনের মধ্যে বাসা বেঁধে সে চঞ্চল করে তোলে তাকে।

ভালবাসার প্রিয় পাত্রটি তা উপলব্ধি করতেও পারে না···! প্রিয় পাত্রটি জানতেও পারে না তার জন্য-একজন নীরবে চোখের জল ফেলে চলেছে। এই হ'ল প্রে ম—ভা ল বা সা। প্রে ম ও ভালবাসা কষ্টি পাথরে উপযুক্ত ভাবে যা চা ই হয়—বিরহে। বি র হ ই হ'ল প্রেমের সার্থকতা।

এক মানসিক চিকিৎসাগারের সেবিকা রাধা মিত্র। রোগীর সেবা করা তার ধর্ম। সেবা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে রাধা মিত্র বহু রোগীকে রোগমুক্ত করেছে। এনে দিয়েছে তাদের জীবনে নবপ্রভাত। রোগের অমানিসা দূর করতে পারার আনন্দে রাধা মিত্রের মনও আনন্দিত হয়েছে। সকল রোগীকেই সে ভালবাসে। এটাই হ'ল সেবিকার ধর্ম ও কর্তব্য।

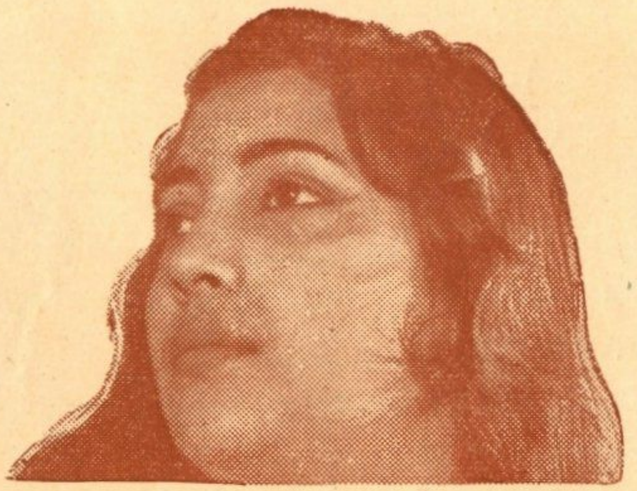

একদিন ঐ চিকিৎসাগারে মানসিক চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি করা হয় দেবাশিসকে। চিকিৎসাগারের অধ্যক্ষ কর্ণেল মিত্র রাধা মিত্রকে ডেকে বলেন সেবার মধ্য দিয়ে দেবাশিসকে সুস্থ করে তুলতে হ'বে। সেবিকার কর্তব্য বহু। প্রয়োজনে তাকে কখনও সাজতে হয় স্নেহময়ী মাতা, কখনও স্ত্রী, কখনও কন্যা, কখনও প্রিয়া। একটি রোগীকে সুস্থ করতে হ'লে ঐ অভিনয় প্রত্যেক সেবিকারই ব্রত। আরও বললেন অভিনয়ের মধ্যে যেন নিষ্ঠার অভাব না ঘটে।

রাধা মিত্র ভার নিল দেবাশিসের। দেবাশিসের সঙ্গে প্রিয়ার অভিনয় করতে করতে একদিন সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতেই সে ভালবেসে ফেলে দেবাশিসকে। দেবাশিস তা জানতেও পারে না। নিজের ডায়েরীতে দেবাশিসের প্রতিটি ছোট ছোট ঘটনা লিখে রেখে যায়।

অবশেষে একদিন দেবাশিস পেল ছুটি। তার মা বাবা এসে তাকে নিয়ে গেলেন। তাঁরা রাধার সেবার প্রশংসা করে গেলেন প্রচুর। ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন তাকে অজস্র।

কিন্তু রাধার মনের কথাটা তাঁরা কেউ বুঝলেন না।

সকলের অজ্ঞাতে—রাধা ফেলল চোখের জল।

কর্ণেল মিত্র রাধাকে জানালেন প্রচুর ধন্যবাদ। দিকে দিকে রাধার সেবার কথা ছড়িয়ে পড়ল।

কর্ণেল মিত্র রাধা মিত্রের গর্ব্বে গৌরবান্বিত। কিন্তু রাধা মিত্র আজ বড় একা।

আবার ঐ চিকিৎসাগারের ২৪ নং বেডের রোগীর জন্য এলো অনেক দরখাস্ত যে ২৪ নং বেডের রোগী ছিল একদিন দেবাশিস! কর্ণেল মিত্র এবার ভর্ত্তি করলেন তাপস চৌধুরীকে। তাপস কবি ও ভাবুক। সুলেখাকে সে ভালবাসত। সুলেখার কাছ থেকে সে পেল প্রত্যাখ্যান। ঐ আঘাত সে সহ্য করতে পারল না। হারিয়ে ফেলল তার স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা। তাই আজ সে ঐ ২৪ নং বেডের রুগী—মানসিক চিকিৎসার জন্য।

তাপসের সমস্ত দায়িত্ব কর্ণেল দিতে চাইলেন রাধা মিত্রের উপর। প্রথমে রাধা মিত্র ঐ দায়িত্ব নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। সে জানায় সে বড় ক্লান্ত। কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে রাধা মিত্রকেই তাপসের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। রাধা মিত্রকে তাপসের সঙ্গে করতে হয় প্রিয়ার অভিনয়। কিন্তু কেন? রাধা নিজেই ভাবতে পারে না কেন?

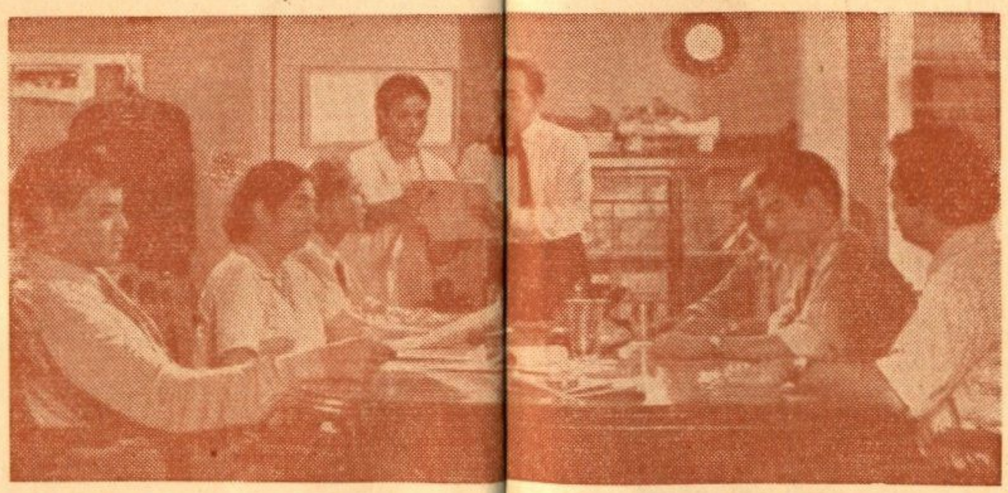

রাধা সেবিকা! সেবাই তার ধর্ম্ম। কর্তব্যের খাতিরে তাকে ভালবাসার অভিনয় করতে হ'বে—ভালবাসা তার অপরাধ!

সত্যি কি অপরাধ? কে তার জবাব দেবে—রাধার অন্তরের ব্যথা কি? কোথায়? সামনের রূপালী পর্দ্দায় তাহা দেখতে পাবেন।

সঙ্গীত

(১)

এমন বন্ধু আর কে আছে
তোমার মত মিষ্টার ..
কখনো বা ডার্লিং কভু তুমি জননী
কখনো বা স্নেহময়ী সিষ্টার— ॥
চলে গেল.....যেতে দাও
হয়তো কখনো যদি দেবদাস হয়ে কেউ
বুকটাতে অকারণে চোট পায়
পার্ব্বতী নামে কেউ ছিল তার জীবনে
একটি পেগেই হুঁ হুঁ বাবা
একটি পেগেই সে যে ভুলে যায়—
মিষ্টার..... ॥

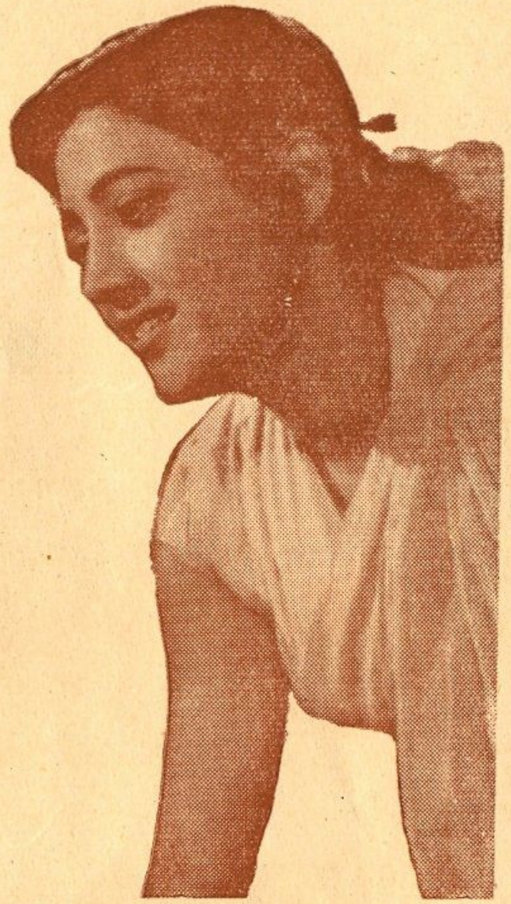

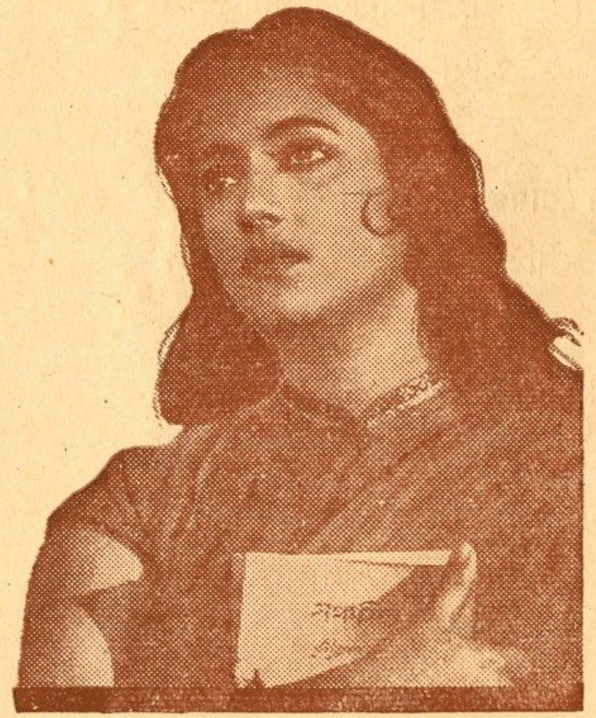

প্রেয়সীরা আজকাল বলেনা তো ভালবাসি
বলে শুধু সাড়ী দাও, টাকা দাও—
দাও দাও দিয়ে যাও—
গেলাসকে প্রিয়া ভেবে যত খুশী তার সাথে
প্রাণ খুলে ভক ভক করে যাও
খরচা নাই...ও মিষ্টার ॥
কান হলো ঝালাপালা অনাহারে শিশু কাঁদে—
শেষ নেই আজ এই কান্নার
বোতলের গুণে জানি—মাতাল এ মনটার
বাজবে না কারো কোন হাহাকার—
এমন বন্ধু আর কে আছে—

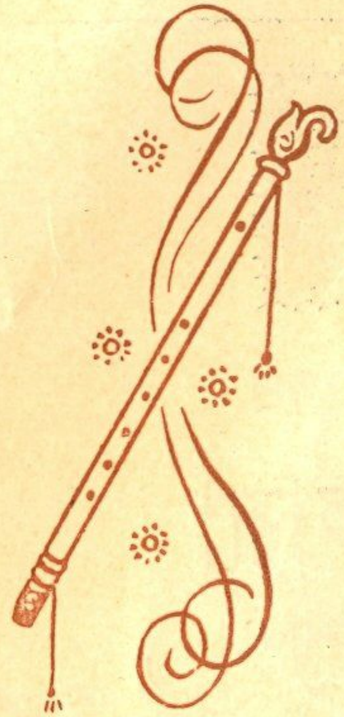

ভ্রমরের বেণু-সুর তুলবে—
সেই সুরে মন আমার ভুলবে—
কহিবে ফাগুন যেন আমারে
আমি তোমার ভুবন ছেড়ে কভু যাবনা— ॥
জানিনা সেতো আমি জানিনা
ওগো কোন সুদূরে আমায় বলাকারা
ডাক দিয়ে যায় যে উড়ে
কত কথা প্রাণে যেন জাগল
আপনারে কত ভাল লাগল ॥
আঁখিতে স্বপ্ন আছে জড়ানো
আমি এ আবেশ কভু ভেঙে দিতে চাবনা— ॥

(২)

হু হু হু.....
এই রাত তোমার আমার
ঐ চাঁদ তোমার আমার
শুধু দুজনে.....
এই রাত শুধু যে গানের
এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণের
কুহু কুজনে—
এই রাত তোমার আমার
তুমি আছো—আমি আছি তাই
অনুভবে তোমারে যে পাই—
এই রাত তোমার আমার
ঐ চাঁদ তোমার আমার
শুধু দুজনে.....

(৩)

আর যেন নেই কোন ভাবনা
যদি আজ অকারণ কোথাও হারায় মন
জানি আমি খুঁজে তারে আর পাবনা

বাদল পিকচার্সের

ষষ্ঠ নিবেদন

সাথীহারা

শ্রেঃ—উত্তমকমার

কাহিনী ঃ
ফণী মজুমদার

পরিচালনা ঃ
সুকুমার দাশগুপ্ত

পরবর্তী আকর্ষণ

কানামাছি

কাহিনী ঃ
শরদিন্দু বন্দ্যোঃ

★

আগুন

কাহিনী ঃ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ

★

শকুন্তলা

বাদল পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার:সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।